মূলপাতা

# ফিতনাহ

Asif Adnan

August 1, 2017
6 MIN READ

ফিতনা। শাব্দিক ভাবে অর্থ পরীক্ষা। কিন্তু ক্বুর'আন ও হাদিসে বেশ অনেকগুলো কন্টেক্সটে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। ইবন আল-আরাবি আল-মালিকি ফিতনা শব্দের অর্থ সম্পর্কেবলেছেন -

ফিতনা মানে পরীক্ষিত হওয়া, ফিতনা মানে বিপদগ্রস্থ হওয়া, ফিতনা মানে সম্পদ, ফিতনা মানে সন্তান, ফিতনা মানে কুফর, ফিতনা মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য, ফিতনা মানে আগুনে পোড়া। [লিসান আল-'আরাব, ইবন মানযুর]

ক্বুর'আন ও সুন্নাহতে ফিতনা শব্দটির দ্বারা বিভিন্ন জায়গায় উপরের সবগুলো অর্থই এসেছে। যেমন ফিতনা দ্বারা পরীক্ষা করা বোঝানো হয়েছে –
মানুষ কি মনে করে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদের ছেড়ে দেয়া হবে, আর তাদের পরীক্ষা করা হবে না? [আল-আনকাবুত, ২]

ফিতনা দ্বারা সত্য থেকে বিচ্যুত করাকে বোঝানো হয়েছে -
আর তাদের থেকে সতর্কথাক তারা যেন আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন তার কোন কিছু থেকে তোমাকে ফিতনায় না ফেলতে পারে। [আল-মায়ইদা,৪৯]

আল-ক্বুরতুবি বলেছেন এখানে ফিতনা অর্থ পথ বন্ধ করে দেওয়া এবং সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত করা।

ফিতনা দ্বারা বিপদগ্রস্থ হওয়াকে বোঝানো হয়েছে -
অবশ্যই তোমার প্রতিপালক তাদের জন্য যারা ফিতনাগ্রস্থ (নির্যাতিত) হওয়ার পর হিজরাত করে, অতঃপর জিহাদ করে, অতঃপর ধৈর্যধারণ করে, এ সবের পর তোমার প্রতিপালক অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [আন-নাহল, ১১০]

মুফাসসিরগণ বলেছেন এখানে ফিতনাহ দ্বারা বিপদগ্রস্থ বা পরীক্ষিত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

গুনাহ এবং নিফাক্বে পতিত হওয়াকে ফিতনা বলা হয়েছে -
মুনাফিকরা মু'মিনদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেঃ আমরা কি তোমাদের সঙ্গে ছিলামনা? তারা বলবেঃ হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনাগ্রস্থ(বিপদগ্রস্ত – ফাতানতুম আনফুসাকুম) করেছ; তোমরা প্রতীক্ষা করেছিলে, সন্দেহ পোষণ করেছিলে এবং অলীক আকাংখা তোমাদেরকে মোহাচ্ছন্ন করে রেখেছিল আল্লাহর হুকুম আসা পর্যন্ত, আর মহা প্রতারক (শাইত্বান) তোমাদেরকে প্রতারিত করেছিল আল্লাহ সম্পর্কে। [আল হাদিদ, ৫৪]

আল বাগ্বাউয়ি বলেছেন এই আয়াতে বোঝানো হয়েছে, 'তোমরা নিজেদের নিফাক্বে আপতিত করার মাধ্যমে গুনাহ, খেয়ালখুশি ও কামনাবাসনার অনুসরণের দ্বারা নিজেদের ধ্বংস করেছো।'

সত্যের সাথে মিথ্যা মেশানোকে ফিতনা বলা হয়েছে -
আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়াতে ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। [আল-আনফাল, ৭৩]

জামি আল-বায়ানে ইবন জারির আত-তাবারসি রাহিমাহুল্লাহ বলেছেন – যদি না কাফিরদের বদলে মুমিনদের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসেবে গ্রহন করা হয়, তাহলে যমীনে ফিতনা ফাসাদ ছড়িয়ে পড়বে অর্থাৎ সত্যের সাথে মিথ্যার মিশ্রণ ঘটবে।

ফিতনা বলতে গোমরাহ বা বিপথগামী হওয়াকে বোঝানো হয় –
আর আল্লাহ যাকে ফিতনায় ফেলতে চান, তুমি তার পক্ষে আল্লাহর বিরুদ্ধে কিছুরই ক্ষমতা রাখ না। [আল- মায়ইদা, ৪১]
আবু হাইয়্যান আল-আন্দালুসির মতে এখানে ফিতনা অর্থ পথভ্রষ্টতা বা গোমরাহি

ফিতনাহ দ্বারা বন্দিত্ব ও হত্যাকে বোঝানো হয়েছে -
আর যখন তোমরা যমীনে সফর করবে, তখন তোমাদের সালাত কসর করাতে কোন দোষ নেই। যদি আশঙ্কা কর যে, কাফিররা তোমাদেরকে ফিতনায় ফেলবে... [আন-নিসা, ১০১]

আত-তাবারির মতে এখানে ফিতনা বলতে সফরের সময় মুসলিমরা সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় অথবা সিজদারত অবস্থায় কাফিরদের দিক থেকে আক্রমনের কারনে বন্দী বা নিহত হওয়াকে বোঝানো হয়েছে।

ফিতনাহ বলতে পাগলামি বোঝানো হয়েছে -
তোমাদের মধ্যে কে পাগলামিতে (মাফতুন) আক্রান্ত? [আল-ক্বালাম, ৬]
মুফাসসিরগণ বলেছেন এখানে মাফতুন অর্থ পাগলামি।

ফিতনা দ্বারা আগুনে পোড়ানোকে বোঝানো হয়েছে -
নিশ্চয় যারা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে বিপদাপন্ন(ফিতানু) করে (তাদের নির্যাতন ও আগুনে পোড়ানোর মাধ্যমে) [আল-বুরুজ, ১০]

ইবন হাজার আল-আসকালানি বলেন এই আয়াতের কন্টেক্সট থেকে বোঝা যায় এখানে ফিতনা বলতে আগুনে পোড়ানোকে বোঝানো হচ্ছে।

ফিতনা বলতে শিরক ও কুফরকেও বোঝানো হয়েছে -
আর তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়। [আল-বাক্বারা, ১৯৩]
ইবনু কাসির বলেছেন এখানে ফিতনা অর্থ শিরক।

মানুষের মধ্যে মতপার্থক্য, অনৈক্যকেও ফিতনা বলা হয়েছে -
তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত, আর তোমাদের মাঝে তাদের কথা শুনার লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত আছেন। [আত-তাওবাহ, ৪৭]

https://islamqa.info/en/22899

সুতরাং দেখা যাচ্ছে কন্টেক্সট অনুযায়ী ফিতনার বিভিন্ন অর্থ হতে পারে। এটা ক্বুর'আন ও সুন্নাহতে ব্যবহৃত অন্য অনেক শব্দের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। দ্বীনের কোন বিষয়ে তাই দলিল উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কন্টেক্সট বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের দেখা দরকার, প্রথমত মূল দলীলের (ক্বুরআনের আয়াত বা হাদীস, বা আথার) অর্থ কী। দ্বিতীয়ত, কোন শার'ঈ টার্ম বা পরিভাষা নিয়ে আলোচনা হলে সেই টার্মের অর্থ কী। অনেক সময় 'আম অর্থ থাকে, খাস অর্থ থাকে সেটা জানা। তৃতীয়ত, যে আয়াত বা হাদিস দলিল হিসেবে উপস্থাপন করা হচ্ছে সেই দলিলে কন্টেক্সট ও ব্যাখ্যা জানা। এবং চতুর্থত, যে ব্যক্তি দলিল উপস্থাপন করছে সে ঐ দলিল দিয়ে কী প্রমাণ করতে চাচ্ছে সেটা দেখা। কারন অনেকেই সত্য উচ্চারন করে কিন্তু তার উদ্দেশ্য থাকে অসৎ, আর এমন উদাহরন ইতিহাসে কম না। এই বিষয়গুলোর দিকে যদি আমরা খেয়াল না রাখি তাহলে খুব সহজে ফিতনায় পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে।

যেমন ফিতনায় আক্রান্ত বলে ক্বুর'আনের একটি আয়াতে পাগলামি বা মানসিক বিকার বোঝানো হয়েছে, এই কারনে কেউ যদি

বলে বসেন আল্লাহ বলেছেন – ‘আর তাদের বিরুদ্ধে ক্বিতাল কর যে পর্যন্ত না ফিতনা খতম হয়ে যায় এবং দীন আল্লাহর জন্য হয়ে যায়।’ এখন যদি দাবি করা হয় যে এই আয়াতের অর্থ ক্বিতাল করতে হবে পাগলামি নিশ্চিহ্ন না হওয়া পর্যন্ত? অবশ্যই ভুল। একথাটাই মানুষের জন্য একটা ফিতনা হয়ে যেতে পারে।

আবার অন্যদিক থেকে চিন্তা করুন – কেউ যদি বলে এই আয়াতে ফিতনা দ্বারা শিরকই উদ্দেশ্য। আর ফিতনার অর্থ সবসময়ই শিরক? অবশ্যই একথাটাও ভুল।

আবার কেউ যদি বলে বসে - এই আয়াতে ফিতনা নির্মূলের জন্য ক্বিতালের কথা বলা আছে। আর এই ফিতনা অর্থ শিরক, আর তাই ফিতনা নির্মূলের পূর্বশর্ত হল ক্বিতাল। ক্বিতাল ছাড়া ফিতনা নির্মূল করা জায়েজ না।

নিঃসন্দেহে একথাটাও ভুল, যদিও এখানে সে দলিল সঠিক উপস্থাপন করেছে এবং কন্টেক্সট অনুযায়ী উপস্থাপিত দলীলের সঠিক অর্থ নিয়েছে। কারন সে এমন ক্ষেত্রে এই আয়াতকে এমনক্ষেত্রে দলিল হিসেবে প্রয়োগ করে শর্তারোপ করতে চাচ্ছে যেখানে এই আয়াত একমাত্র দলিল না, এবং যে শর্ত আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ আরোপ করেননি। । এবং এধরনের সব কথাই মানুষের জন্য ফিতনা হয়ে দাড়াতে পারে।

ফিতনার যেমন অনেক ধরনের অর্থ আছে, এর অনেক ধরনের আউটকামও আছে। ফিতনা শব্দটির মূল উৎস হল একটী আরবী প্রবাদ যার অর্থ অনেকটা এরকম – আমি ধাতুগুলোকে গলিয়ে ফেলে ভালো আর মন্দকে পৃথক করলাম (আমি স্বর্ণ আর রূপার বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করলাম)। অনেক সময় ফিতনার আউটকামও এমন হয়। মন্দের সাথে কিছু ভালো ফলাফলও আসে। ভেজাল এবং বিশুদ্ধকে আলাদা করা যায়, যেটা সাধারন সময়ে সম্ভব হয় না। তবে তাই বলে কখনোই ফিতনা মুমিনদের কাম্য হওয়া উচিৎ না। ফিতনার সময় মুমিনদের করণীয় কী? এই প্রশ্নের জবাবে আলিমগণ ৩টি কাজের কথা বলেছেন -

(ক) ধীরস্থিরতা, ভদ্রতা, আত্মনিয়ন্ত্রন ও সুচিন্তিতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা
খ) সাবর, ধৈর্য্যশীল হওয়া
গ) সর্বক্ষেত্রে আদল ও ইনসাফ বজায় রাখা

ফিতনার সম্মুখীন হলে আমাদের সবার এই তিনটি বিষয় তাই মাথায় রাখা উচিৎ।

অনেক ভাই, অনেক রিভার্ট ইসলামে আসার গল্প বলতে গিয়ে একটা কমন কথা বলেন। জীবনের কোন একটা পর্যায়ে এমন হয়েছে যে তারা ক্বুর’আন খুলেছেন আর খোলামাত্র এমন একটা আয়াত তাদের চোখে পড়েছে যা পড়ে তাদের কাছে মনে হয়েছে ঐ আয়াত সরাসরি তার সাথে কথা বলছে। যেন লেখক সুবহানাহু ওয়া তা’আলা তাকে উদ্দেশ্য করেই, তাকে বোঝানোর জন্যই, তাকে দিকনির্দেশনা দেয়ার জন্যই ঐ আয়াতটি ঐখানে রেখেছেন। আমি নিজে অনেক ভাইয়ের কাছ থেকে এমনটা শুনেছি। প্রচন্ড বিপর্যয়ের সময় এমন আয়াতে চোখ পড়েছে যেটা পড়ে মনে হয়েছে আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল তাকেই সান্তনা দিচ্ছেন, আশা দেখাচ্ছেন। ফিতনা নিয়ে আজকে লেখার একটা কারন হল মুসলিমদের মধ্যে মতপার্থক্য। আর যেমনটা বললাম, ফিতনার অনেক অর্থের মধ্যে একটা অর্থ হল অনৈক্য, মতপার্থক্য। যে আয়াতে ফিতনা দ্বারা অনৈক্য ও মতপার্থক্য বোঝানো হয়েছে, সেই আয়াতটা পড়তে গিয়ে একই অনুভূতি হল।

তারা যদি তোমাদের সঙ্গে বের হত তাহলে বিশৃঙ্খলা ছাড়া আর কিছুই বাড়াত না আর তোমাদের মাঝে ফিতনা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তোমাদের মাঝে ছুটাছুটি করত, আর তোমাদের মাঝে তাদের কথা শুনার লোক আছে। আল্লাহ যালিমদের সম্পর্কে খুব ভালভাবেই অবহিত আছেন। [আত-তাওবাহ, ৪৭]